PHYSICAL EDUCATION MAJOR COURSE

SEMESTER : 1ST

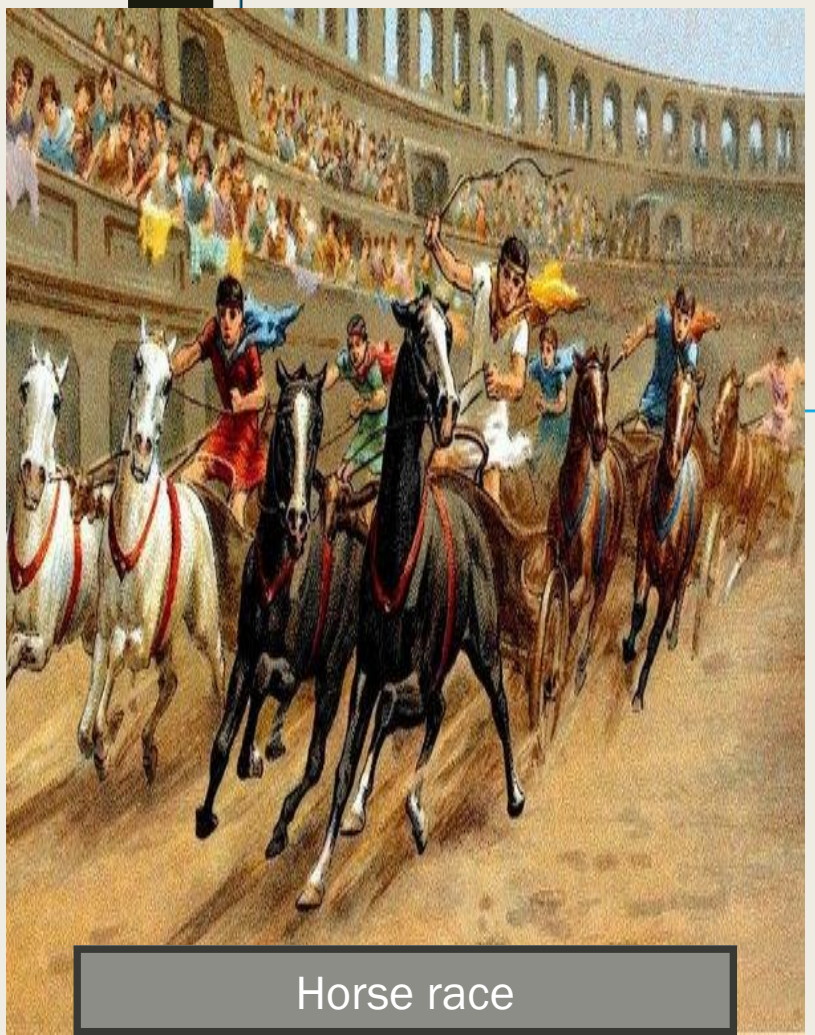

Horse race

Boxing

Unit 3

1. History of physical education in Rome

Presented by : Md Shamim AKHTER
SACT Plassey College

রোমের শরীরশিক্ষার ইতিহাস

ভূমিকা:-

বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সামাজিক মূল্যবোধ পতন গ্রিক সভ্যতার পতন ডেকে নিয়েছিল। এর ফলস্বরূপ দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রথমে ম্যাসে ডোনিয়ামগন এবং পরবর্তীকালে রোমান রা দখল করে। ১৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিসের কোরিন্থ নগর পতনের পর পাকাপাকি ভাবে গ্রিক সভ্যতার পতন ঘটে ।

Continue.....

- *রোমানরা স্পরটানদের মত শক্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিল। তারা প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ প্রিয় বর্বর জাতি ছিল। সংগঠন, ক্ষমতা, পরিচালন ব্যবস্থা, যুদ্ধ, কৌশল প্রভৃতির দ্বারা রোমানরা অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করতো এবং তার প্রসার ঘটাতো। তারা প্রখর বুদ্ধিমান না হলেও জঙ্গি- যুদ্ধ, কলা কৌশল ও সাহসিকতায় তারা সেরা ছিল প্রশাসনের দিক থেকে তারা প্রখরভাবে বাস্তববাদী ছিল। তবে এ কথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, পাশ্চাত্য দেশগুলি রোমানদের রাজনৈতিক বুদ্ধি, সংগঠন, প্রশাসন, নির্বাহ ও শাসন পরিচালনার জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল ।*
- *শারীরিক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রোমের ইতিহাসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা 1) প্রাচীন রোমা যুগ (Early Roman Period)*
- *2) রোমান যুগের শেষভাগ(Later Roman Period)*

প্রাচীন রোমান যুগ (Early Roman Period)

- প্রাচীন রোমান যুগ শুরু হয়েছিল লোক কাহিনীর যুগ থেকে কোরিন্থ নগরের পতন পর্যন্ত।
- শৃঙ্খলা ছিল তাদের জীবনের অঙ্গ। যুদ্ধ বিগ্রহ এবং নাগরিক জীবনযাত্রায় পারদর্শিতা লাভের উদ্দেশ্যে নাগরিকদের কঠিন কঠোর এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলাবোধ প্রশিক্ষণের ওপর তারা জোর দিত। নাগরিকরা সর্বদা যেকোনো সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতো এবং তাদের জীবনও ছিল সংগ্রাম বেষ্টিত ।রোমের শরীর শিক্ষার লক্ষ্য বর্ণনা করতে হলে তাদের রাজনৈতিক ও শিক্ষাদর্শন মূল্যবোধ এবং গঠনতন্ত্রকে অস্বীকার করলে চলবে না। তারা শারীরি শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল কোন মহৎ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নয়। তারা চাইতো তাদের তরুণ সমাজ যাতে সক্ষম ও আত্ম সচেতন হয় এবং সামরিক দিক থেকে দেশ সেবার জন্য সক্ষম সেনা হিসেবে গড়ে ওঠে। সেই সময় রোমের জিমন্যাস্টিক, খেলাধুলা ব্যয়ামএর লক্ষ্য ছিল শক্তিশালী,সু-কৌশল সেনা তৈরি করা। শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য তারা শরীরচর্চা করতো না। শরীরচর্চার মধ্যে থাকতো কঠোরতা।

প্রাচীন রোমান যুগ.....

- শক্তিশালী, ভয়হীন, অপসিন এবং দক্ষ সৈনিকগণ সমাজে সম্মানিত হতেন। দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিরা সমাজ স্বীকৃত ছিল না। শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য সক্ষমতা, সাহস, শক্তি এবং সামরিক নৈপুণ্য।প্রচীন রোমের শিক্ষা তথা শারীর শিক্ষার কোন বিষয়ই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করত না ।প্রাথমিকভাবে গৃহই ছিল শিশুদের প্রথম বিদ্যালয়। গৃহে মায়ের তত্ত্বাবধানে তাদের শিক্ষা শুরু হতো এবং মায়েরা শিশুদের রোমান সমাজে উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষিত করতেন। শিশুর শারীর শিক্ষা ও সামরিক নৈপুর শিক্ষায় উৎসাহ লাভ করত। রোমের প্রাচীন মহৎ ব্যক্তি নায়কদের আত্মজীবনী শিশুদের উৎসাহিত করত। কিশোরদের উপর এমনকি বিবাহের পরও তরুণদের উপর পিতার শাসন চলতো। রোমান সমাজে দাসপ্রথা ছিল সুদূরপ্রসারী। দাস রা কোন রূপ শিক্ষা নিত না বা তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।দাসদের উপর পশুর ন্যায় আচরণ করা হতো। গ্রীসের পালেসট্রার ন্যায় রোমে ছিল ক্যাম্পাস মার্টিয়াস যেখানে যুবকেরা সামরিক কলা কৌশল, কঠিন খেলাধুলা, লেখাপড়া, এবং নাগরিকদের দায়িত্বের শিক্ষা লাভ করত।

রোমান যুগের শেষভাগ (Later Roman Period)

- রোমান সভ্যতার শেষ ভাগে তারা গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভালো দিকগুলি গ্রহণ করে। যদিও রোমানরা গ্রীসের দর্শন ও প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিচার করতো। রোমান যুগের শেষ ভাগে রোমান সভ্যতা সংস্কৃতি তথা সমাজের পতন শুরু হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্নীতি, শোষণ, ঘুষ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত রোমের প্রশাসন সামাজিক পতন ডেকে আনে। সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। চিরাচরিত ধর্ম নীতি কথা ও বীরতের কাহিনী অতীত হয়ে যায় এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য বিশাল আকার ধারণ করে।

রোমান যুগের শেষভাগ.....

- ওই সময় শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস ঘটে । শুধুমাত্র পেশাদার সৈনিক ও ক্রীড়াবীদরা কঠিন ও কঠোর শারীরিক প্রশিক্ষণ নিত । সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য ও বিনোদনের জন্য শারীরিক ব্যায়াম করতো। কিন্তু তার মাত্রা ছিল অল্প। শরীরশিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন সুযোগ ছিল না।

রোমান যুগের শেষভাগ.....

- রোমানরা দেশের বিখ্যাত প্যান হেলেনিক উৎসবকে গ্রহণ করেনি। দীর্ঘ সময় ব্যাপী উৎসব কে তারা সময় ও শ্রমের অপচয় বলে মনে করতো। রোমানরা খালি হাতের ব্যায়াম বা জিমন্যাস্টিক পছন্দ করত না,তারা ভালবাসতেন বিভিন্ন প্রকারের বল খেলা ও অসংগঠিত খেলাধুলা এছাড়া তামাশা জাতীয় সাধারণ খেলায় প্রচুর সরকারি অর্থ ব্যয় করা হতো।
- রথ দৌড় ও ঘোড়া দৌড় এর বদলে হতো খালি পায়ে দৌড়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ বিনোদনমূলক এবং আত্মগরিমা প্রচারকারী বর্বর ক্রীড়া উপভোগ করত গ্লাডোটোরিয়াল কমব্যক্ত নামক একপ্রকার অসম লড়াইয়ের, দাসবন্দী ও আসামিদের লড়তে বাধ্য করা হতো।

রোমান যুগের শেষভাগ.....

- এটি ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের অবসর বিনোদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রথম দিকে মানুষে মানুষে এই লড়াই হতো এবং লড়াই তে তরবারি , ছোরা প্রভৃতি ব্যবহিত হতো । কখনো কখনো মেইন করা পেশাদাররাও এতে অংশ নিত ।ধীরে ধীরে একটি বর্বরতার চরম সীমায় পৌঁছালো এবং মানুষের পশুতে লড়াই শুরু হলো। হিংস্র ও ক্ষুধার্ত পশুর সাথে মানুষের লড়াই সেখানে বসে অসংখ্য মানুষ উপভোগ করতো তাকে বলা হতো কলোসিয়াম বা এমপি থিয়েটার। লড়তে লড়তে মানুষটি আহত হয়ে জীবন ভিক্ষা চাইলে দর্শকরা হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল উঠিয়ে প্রাণ ভিক্ষা দিত অথবা দর্শকদের ইশারায় তার মৃত্যু হতো।

রোমান যুগের শেষভাগ.....

- রোমানরা জোয়া খেলায় পারদর্শী ছিল। তারা বিভিন্ন প্রকার বাজি ধরা খেলায় অংশ নিত কিন্তু তারা কিছু কিছু শারীরিক কার্যক্রমে অংশ নিত যেগুলি খোদা বাড়ায় ও শরীরের পেশি শক্তিশালী করে যেমন :- শরীরে বেশি শক্তি বৃদ্ধি করে এমন কিছু ব্যায়াম যেমন মাটি কাটা, ভারী ওজন বহন করা, দড়ি বেয়ে ওঠা, এবং বাধা বিরুদ্ধে বয়াম । এছাড়া দৌড়ানো, বল ছোড়া, বল খেলা, লাফানো ও ডিগবাজি প্রভৃতি।

Thank you